কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 31 JUL 2016
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 6

লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে নির্যাতনের শিকার শিক্ষার্থী রিফাত। ছবি : কালের কণ্ঠ

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কক্ষে হাত-পা বেঁধে ছাত্র নির্যাতন

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি ▷

কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রকের কক্ষে এক শিক্ষার্থীকে আটকে রেখে হাত-পা বেঁধে নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আহতের নাম মেহেরাজ হোসেন রিফাত (১৫)। গতকাল শনিবার তাকে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সে কমলনগর মতিরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের জেএসসি পরিক্ষার্থী। তার বাড়ি উপজেলার চরসামছুদ্দিন গ্রামে।

ভুক্তভোগী ছাত্র ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অভিযোগ, পরীক্ষার উত্তরপত্রে হাতের লেখার গরমিলের বিষয়ে সঠিক তথ্য না দেওয়ায় কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের ছয় কর্মকর্তা-কর্মচারী তাকে নির্যাতন করেন। তবে শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রক কায়সার আহম্মেদ এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ভুক্তভোগী ছাত্র মেহেরাজ হোসেন রিফাত জানায়, গত বছরের জেএসসি পরীক্ষায় ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের উত্তরপত্র কেন্দ্রের বাইরে নিয়ে যাওয়ায় তাকে বহিষ্কার করা হয়। সম্প্রতি সশরীরে উপস্থিত হওয়ার জন্য তাকে চিঠি দেয় কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ। গত ২৭ জুলাই সকালে সে তার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কুমিল্লা বোর্ডের নিয়ন্ত্রক কায়সার আহম্মেদের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়। এ সময় উত্তরপত্রে লেখার গরমিলের বিষয়ে জানতে চাইলে, ক্লাসের এক সহপাঠী তার উত্তরপত্রে লিখে দেয় বলে জানায় সে। এতে তিনি সন্তুষ্ট না হয়ে উত্তেজিত হন। একপর্যায়ে প্রধান শিক্ষককে ওই কক্ষ থেকে বের করে দিয়ে রিফাতের হাত-পা বেঁধে লাথি, ঘুষি ও পিটিয়ে আহত করেন নিয়ন্ত্রকসহ ছয়-সাতজন কর্মকর্তা-কর্মচারী। পরে তাকে জেলা শহরের একটি প্রাইভেট হাসপাতাল এবং পরে শনিবার সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

মতিরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুরুল আলম জানান, উত্তরপত্রের লেখা সম্পর্কে জানতে চাইলে ওই ছাত্র জানায়, তার এক সহপাঠী তার উত্তরপত্রে লিখেছে। এতে সন্তুষ্ট না হয়ে বোর্ডের নিয়ন্ত্রক কায়সার তাঁকে কক্ষ থেকে বের করে দেন এবং ওই ছাত্রকে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মারধর করেন।

রিফাতের মা পারভীন আক্তার জানান, তাঁর ছেলেকে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে একাধিক জখমের চিহ্ন রয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন তিনি।

লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার আনোয়ার হোসেন জানান, ছাত্রের শরীরে আঘাতের একাধিক চিহ্ন রয়েছে। এক্স-রেসহ কিছু চেকআপ করতে দেওয়া হয়েছে। রিপোর্ট দেখলে জখমের বিস্তারিত বলা যাবে।

তবে এ ব্যাপারে কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রক কায়সার আহম্মেদ সাংবাদিকদের জানান, ওই ছাত্রকে নির্যাতনের অভিযোগ সত্য নয়। ২৭ জুলাই কয়েকজন ছাত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।